

এমনই একদিনের কথা। তুতনি এলো বিটলুর সাথে ভাব জমাতে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। বিটলু মন খারাপ করেই রইলো। তুতনি ভারি করুণ করে বললো, ‘তোমার কী হয়েছে? বলতে হবে আমায়। না বললে আর কক্ষণে আসবো না বলে দিলাম!’ বিটলু এবার মুখ খুললো। হা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ‘আহা, যদি বাঘ হতাম! কী যে ভালো হতো! সবাই আমাকে ভয় পেতো। ভারি সম্মান দিতো। আর মজা হতো ঢের! রোজ রোজ মাংস খেতে পারতাম। মাংস খেতে আমার খুব ভালো লাগে।’





বিটলুর কথা শুনে নড়েচড়ে বসলো তুতনি। অবাক হয়ে বললো, ‘এই তবে ব্যাপার! এজন্যই সারাদিন মুখ গোমড়া করে থাকো? আর আমি ভাবলাম, কী না কি হলো তোমার!’

তুতনির কথায় বিটলুর রাগ হলো ভারি। সে বাঘ হতে চায়। ব্যাপারটা ছোটোমোটো নাকি! তবু রাগটা চেপে রেখে বললো, ‘আচ্ছা, তুমি-ই বলো বন্ধু, আমি তো বাঘের মতোই দেখতে। একটুখানি না হয় ছোট। তাহলে আমার বাঘ হতে বাঁধা কীসে?’



তুতনি কী একটু ভাবলো। আচমকা হাসি হাসি মুখ করে বললো, ‘কোনো বাধা নেই বন্ধু। আজ থেকে নাহয় বাঘই হলে। এমনিতে তুমি দেখতে বাঘের মতই। গায়ে ডোরাকাটা দাগটা শুধু নেই। দাঁড়াও না, সেও জোগাড় করে দেবো তোমায়।’



খুশিতে লাফিয়ে উঠলো বিড়াল। গদগদ হয়ে বললো, ‘সত্যি বলছো বন্ধু? আমি চাইলেই বাঘ হতে পারবো?’

তুতনি বললো, ‘হুম, পারবে না তো কী! এখন শুধু একটা কাজ বাকি। তুমি বাঘের মতো চলবে। বাঘের মতো সাজবে। বাঘের মত ডাকবে হালুম। এই তো হয়ে গেলো!’



যেমন কথা তেমন কাজ। বিটলু আর তার বন্ধু মিলে চললো তাঁতির বাড়ি।
তাঁতিবাড়ি থেকে বিটলু নিলো একজোড়া মস্ত গোফ। আর নিলো হলুদ-কালো
ডোরাকাঁটা জামা। তাই গায়ে চড়িয়ে ডাকতে চাইলো ‘হালুম! খালুম!’ চোখ
পাকিয়ে বললো, ‘তুতনি, দেখো তো, কেমন লাগছে আমায়?’

তুতনি খুশিতে ডগোমগো হয়ে বললো, ‘দারুণ মানিয়েছে। সত্যি সত্যি বাঘ হয়ে
গেছে তুমি!’

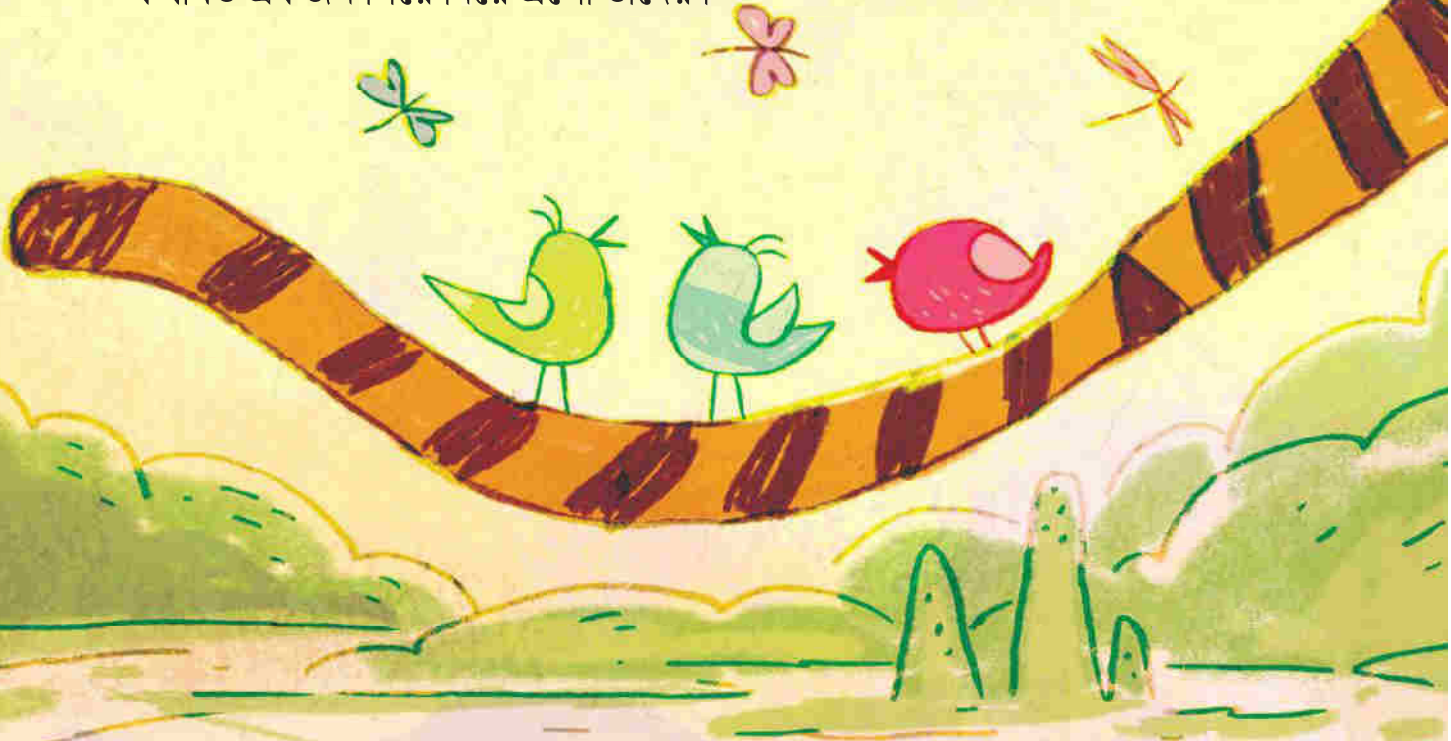




বিটলু বুঝি লজ্জা পেলো। তবে খুশি হলো খুব। খুশিতে ডিগবাজি দিয়ে নিলো
গোটাকতক। তারপর বললো, ‘এবার বাঘপাড়ায় যাই চলো। মনের সুখে মাংস
খাওয়া যাবে এবার।’

তুতনি বললো, ‘হুম। তুমি তো এখন বাঘ। এখন থেকে বাঘেদের সাথেই থাকবে।
তোমাকে সবাই ভয় করে চলবে। মাংসেরও অভাব হবে না। বাঘেদের সাথে
শিকারে যাবে। খরগোশ ধরে খাবে। হরিণ মেরে আনবে।’

বিটলু আনন্দে আটখানা। না না, আটখানা নয়। ষোলখানা হয়ে উঠলো। সে আর তুতনি একদিন রওনা হলো বাঘপাড়ায়। এদিকটায় ঘন জঙ্গল। তারই পাশে বয়ে গেছে নদী। বাঘেরা তখন নদীর ধারে জিরিয়ে নিচ্ছিলো। হঠাৎ দেখলো, একটা ছোটোমত বাঘ আসছে। সাথে একটা কাক। বাঘেদের সর্দার বলে উঠলেন, ‘দেখ তো কেউ গিয়ে, কে আসছে এদিকে। চেনাশোনা লাগছে না মোটেই।’ বাঘসর্দারের কথামত একজন গিয়ে নিয়ে এলো তাদের।



বাঘসর্দার জানতে চাইলেন, ‘কে গো তুমি? এ পাড়ায় তো তোমায় দেখিনি আগে।’

বিটলু মুখ খুললো। বললো, ‘বাঘদাদু, আমি বিটলু। এখন থেকে আমি তোমাদের সাথেই থাকবো দাদু। আমিও বাঘ হয়ে গেলাম কি না!’

বাঘদাদু বললেন, ‘দেখে তোমায় বাঘই মনে হচ্ছে। তবে কথা শুনে তো বোঝার উপায় নেই। কই, ডাকো দেখি একবার হালুম করে।’

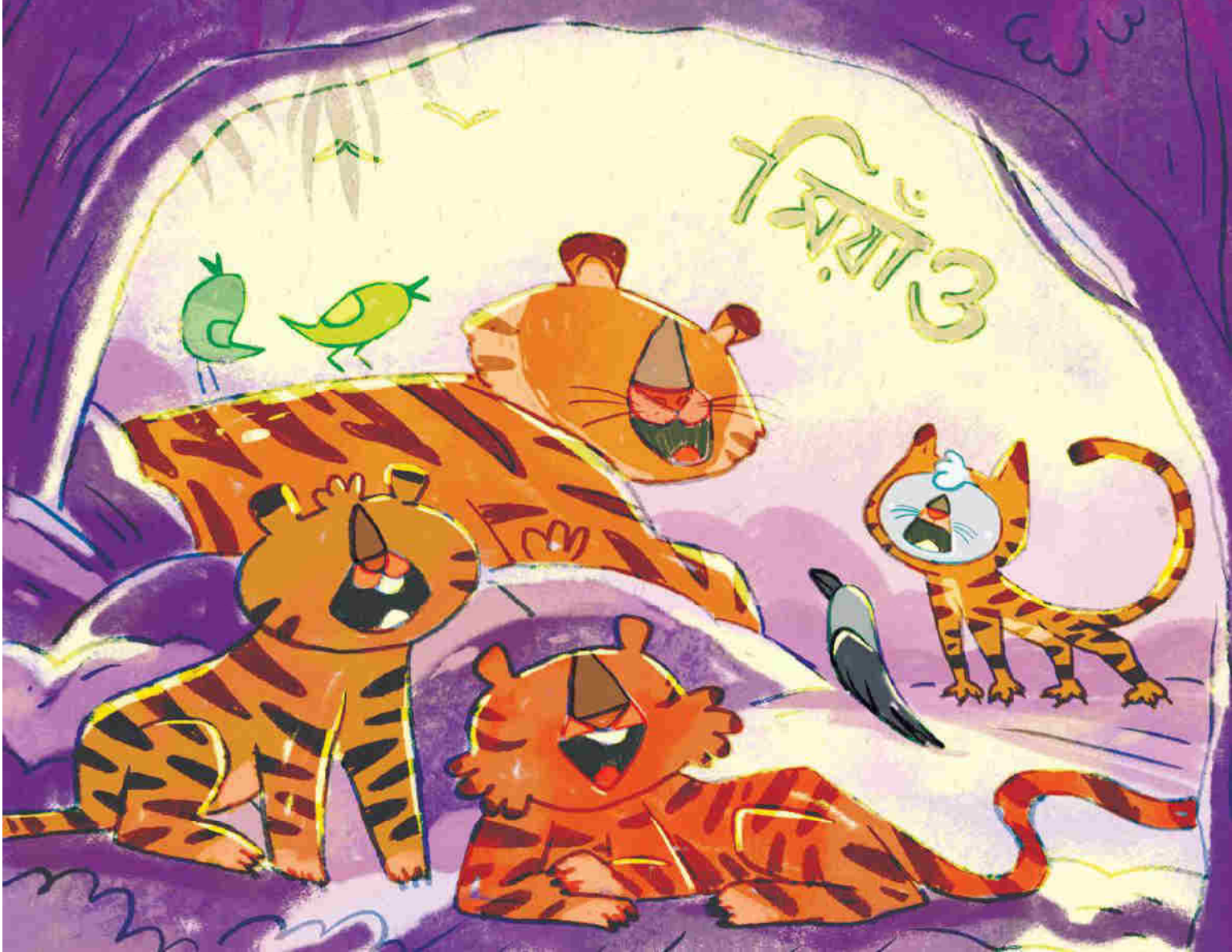
‘এই রে! ধরা পড়ে গেলাম!’ বিটলুর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। তুতনি সাহস দিয়ে বললো, ‘ডাক না হালুম করে। দেখিয়ে দে, তুই আসলেই বাঘ।’



বিটলু হালুম করে ডাকলো। কিন্তু সেটা মোটেই বাঘের মত হলো না। ফলে ওর ভয় আরও বাড়লো। আবার চেষ্টা করলো ডাকার। এবার আর হালুম বলতে পারলো না। ডেকে উঠলো, ‘মিয়াঁও, মিয়াঁও।’

বাঘসর্দার রাগবেন কী, হেসেই বাঁচেন না। ‘কী বলে এই বোকা বিড়াল! সে নাকি বাঘ! আবার ডাকে মিয়াঁও মিয়াঁও।’

বিটলু সাহস হারালো না। সে বললো, ‘বাঘদাদু, আমিও তোমাদের মতো বাঘ হতে চাই। মাংস খেতে আমার খুব ভালো লাগে। ছোট্ট ইদুর আর মাছ খেয়ে আমার পোষায় না।’





দেখতে দেখতে চলেই এলো নতুন একটি বছর। বুড়ো হরিণেরা ঠিক করলো,
এবারের আয়োজন হবে মস্ত! তিতিরবনের পাশেই পাহাড়বন। সেই বনে থাকে
তাগড়া তাগড়া সব হরিণ। ওদেরকেও ডেকে আনবেন। তিতিরবনের সঙ্গে
খেলা হবে পাহাড়বনের।



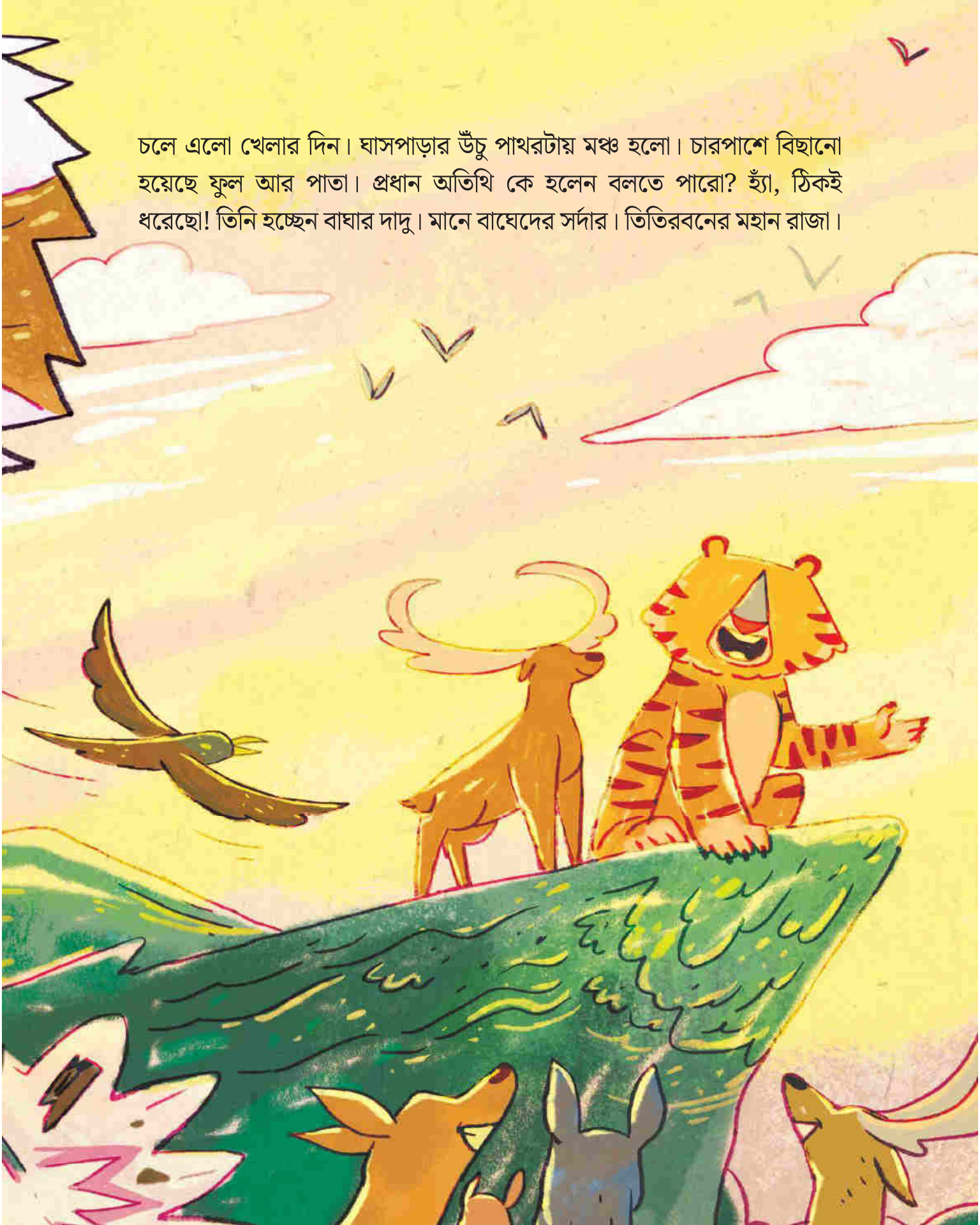
খেলার কথা শুনে সববাই খুশি। জলদি শুরু হলো অনুশীলন। একজনেরই শুধু
মন খারাপ। সে হলো টুকলু হরিণ। টুকলু খেলার মজাটাই বুঝলো না! তার শুধু
গোল্ডমেডেল চাই। সেরা কুস্তিগির হওয়া চাই। কিন্তু সেরা হতে হলে খাটতে
হবে। করতে হবে কসরত। সেসবে মন নেই টুকলুর!



পাহাড়বনের হরিণেরা খেলবে শুনে ভারি মন খারাপ হলো টুকলুর। ভাবলো, ‘ওরে বাবা, ওরা যা তেজি! ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে মোটেই পারবো না। চ্যাম্পিয়নও হবো না!’ তবে এ কথা কাউকে বললো না সে। শুনে বাকি হরিণেরা যদি বলে, ‘তাগড়া হরিণদের ভয় পাচ্ছে বুঝি?’ তখন তো ভারি লজ্জা পাবে! তাই মনের কথাটি রাখলো মনেই। তবে একটু-আধটু কসরত করলো বটে। ভাবলো, তাতেই সেরা কুস্তিগীর হবে!

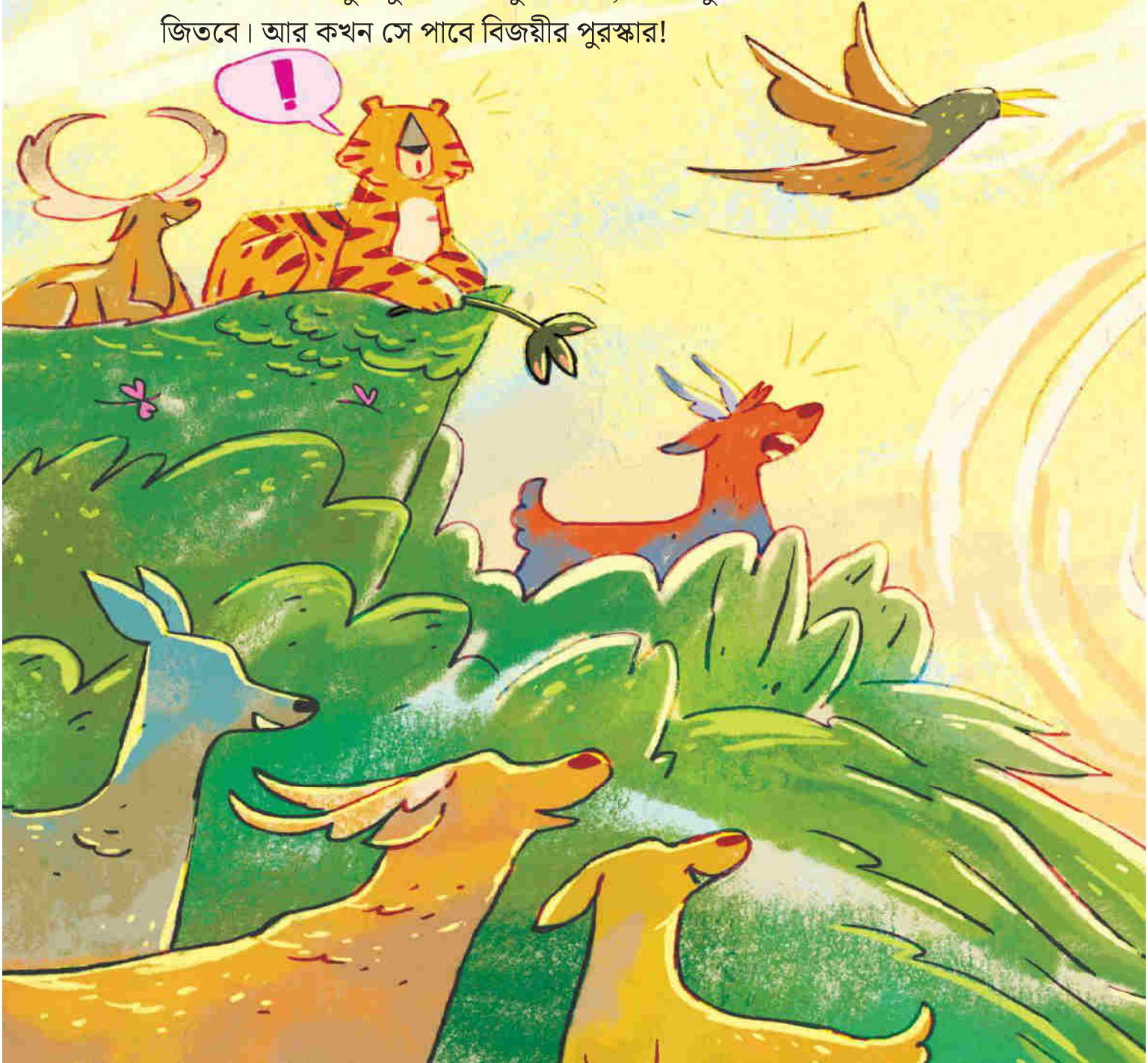


চলে এলো খেলার দিন। ঘাসপাড়ার উঁচু পাথরটায় মঞ্চ হলো। চারপাশে বিছানো
হয়েছে ফুল আর পাতা। প্রধান অতিথি কে হলেন বলতে পারো? হ্যাঁ, ঠিকই
ধরেছে! তিনি হচ্ছেন বাঘার দাদু। মানে বাঘেদের সর্দার। তিতিরবনের মহান রাজা।

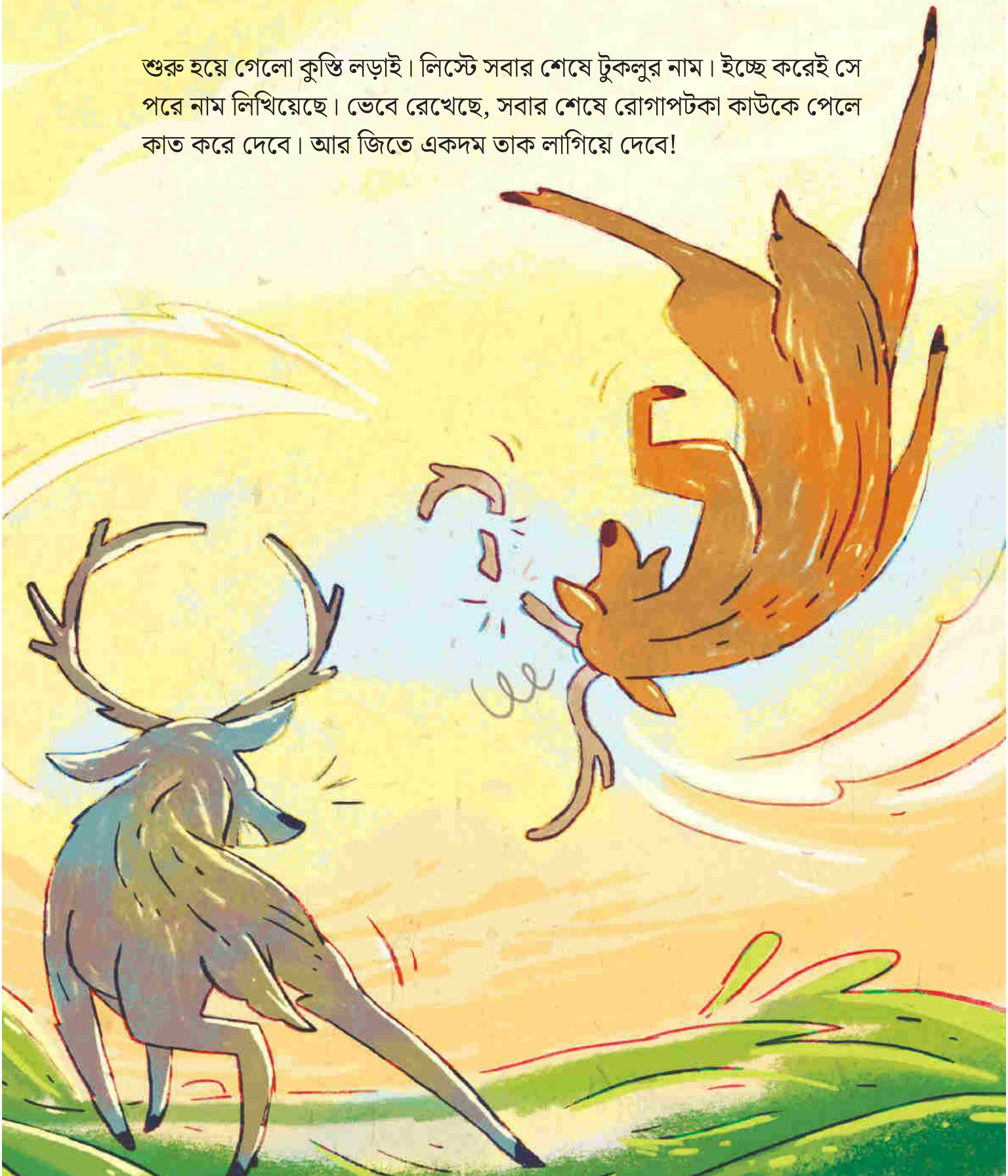


উপস্থাপক শালিক পাখি বললো, 'প্রিয় কুস্তিগির হরিণ ভাইয়েরা আমার। যারা কুস্তি লড়বেন, জলদি জলদি তৈরি হয়ে যান। আপনারা মঞ্চের ডান পাশে বসে পড়ুন।' একে একে সব কুস্তিগির চলে এলো। সাথে এলো টুকলুও।

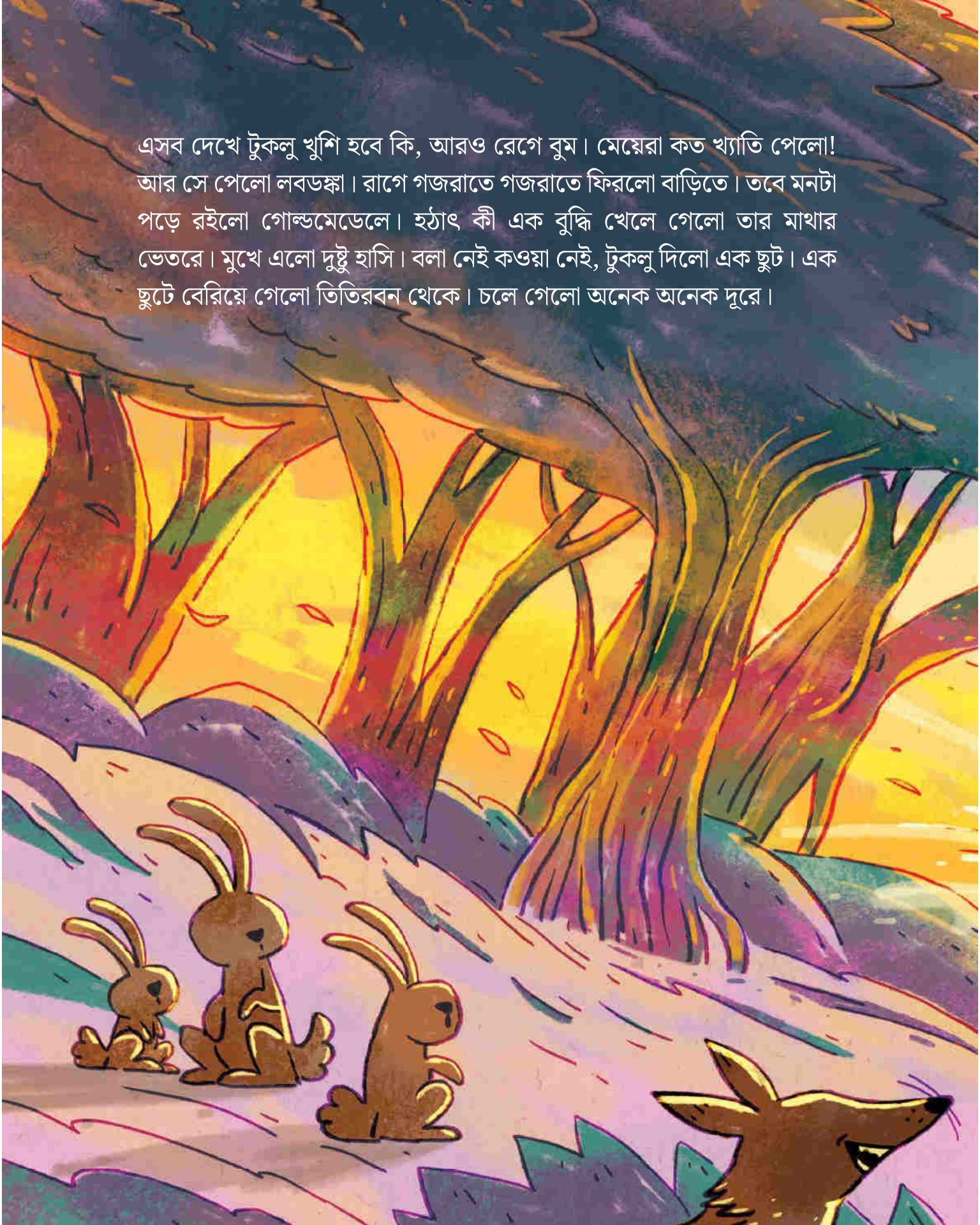
সভাপতি বাঘ দিলেন এক মস্ত ভাষণ। সবাই মন দিয়ে শুনলো। তবে এসবে একদম মন নেই টুকলুর। সে শুধু ভাবলো, কখন কুস্তি শুরু হবে। কখন সে জিতবে। আর কখন সে পাবে বিজয়ীর পুরস্কার!



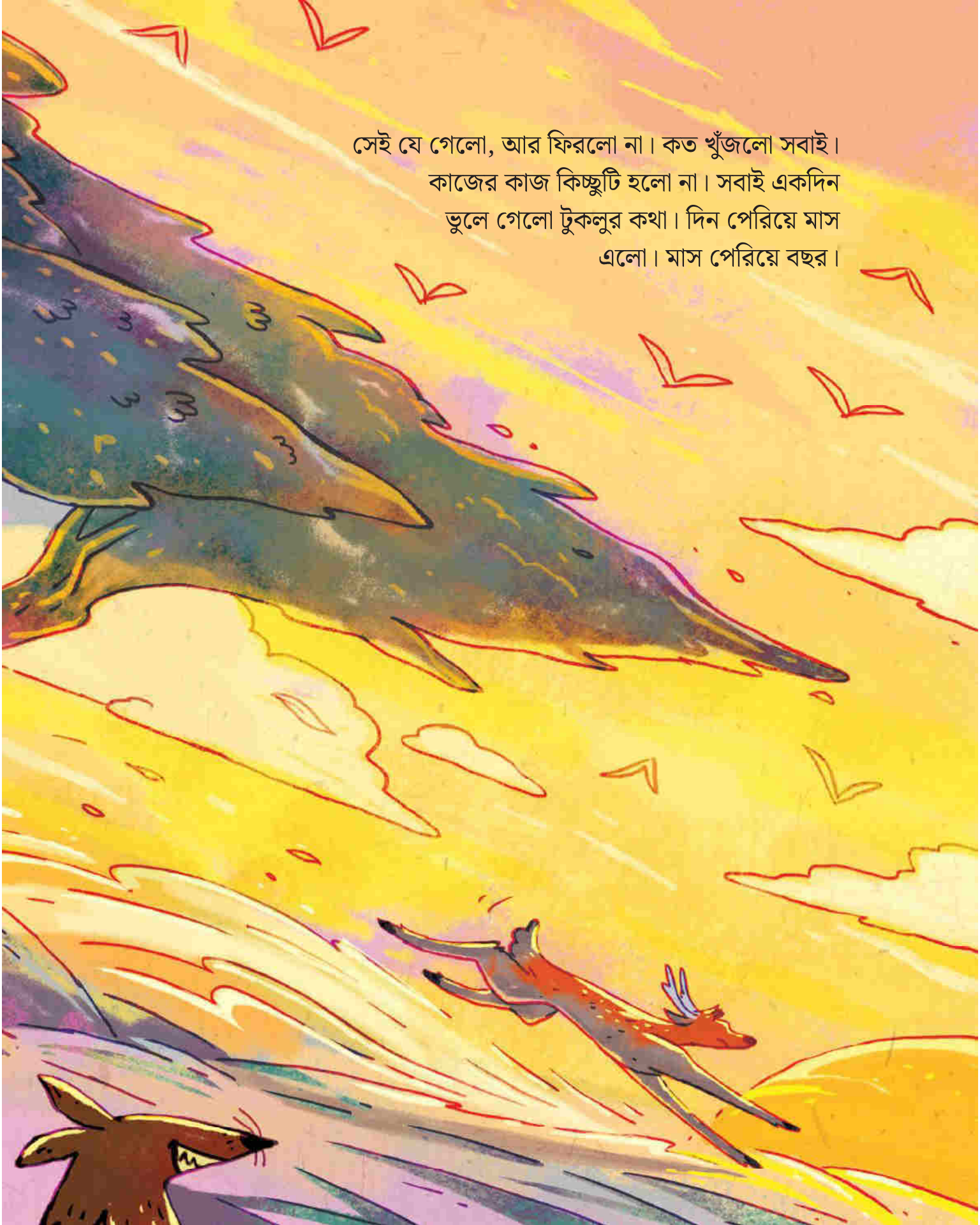
শুরু হয়ে গেলো কুস্তি লড়াই। লিস্টে সবার শেষে টুকলুর নাম। ইচ্ছে করেই সে
পরে নাম লিখিয়েছে। ভেবে রেখেছে, সবার শেষে রোগাপটকা কাউকে পেলে
কাত করে দেবে। আর জিতে একদম তাক লাগিয়ে দেবে!



এসব দেখে টুকলু খুশি হবে কি, আরও রেগে বুম। মেয়েরা কত খ্যাতি পেলো!
আর সে পেলো লবডঙ্কা। রাগে গজরাতে গজরাতে ফিরলো বাড়িতে। তবে মনটা
পড়ে রইলো গোল্ডমেডেলে। হঠাৎ কী এক বুদ্ধি খেলে গেলো তার মাথার
ভেতরে। মুখে এলো দুটু হাসি। বলা নেই কওয়া নেই, টুকলু দিলো এক ছুট। এক
ছুটে বেরিয়ে গেলো তিতিরবন থেকে। চলে গেলো অনেক অনেক দূরে।

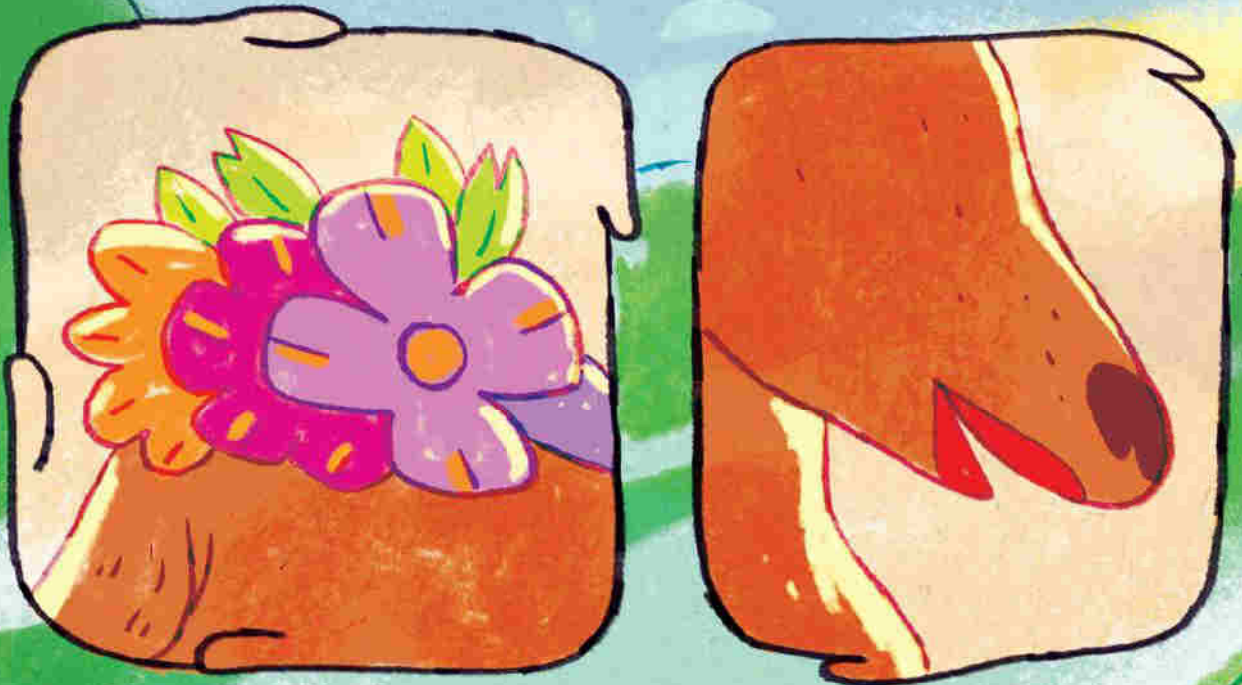


সেই যে গেলো, আর ফিরলো না। কত খুঁজলো সবাই।
কাজের কাজ কিচ্ছুটি হলো না। সবাই একদিন
ভুলে গেলো টুকলুর কথা। দিন পেরিয়ে মাস
এলো। মাস পেরিয়ে বছর।





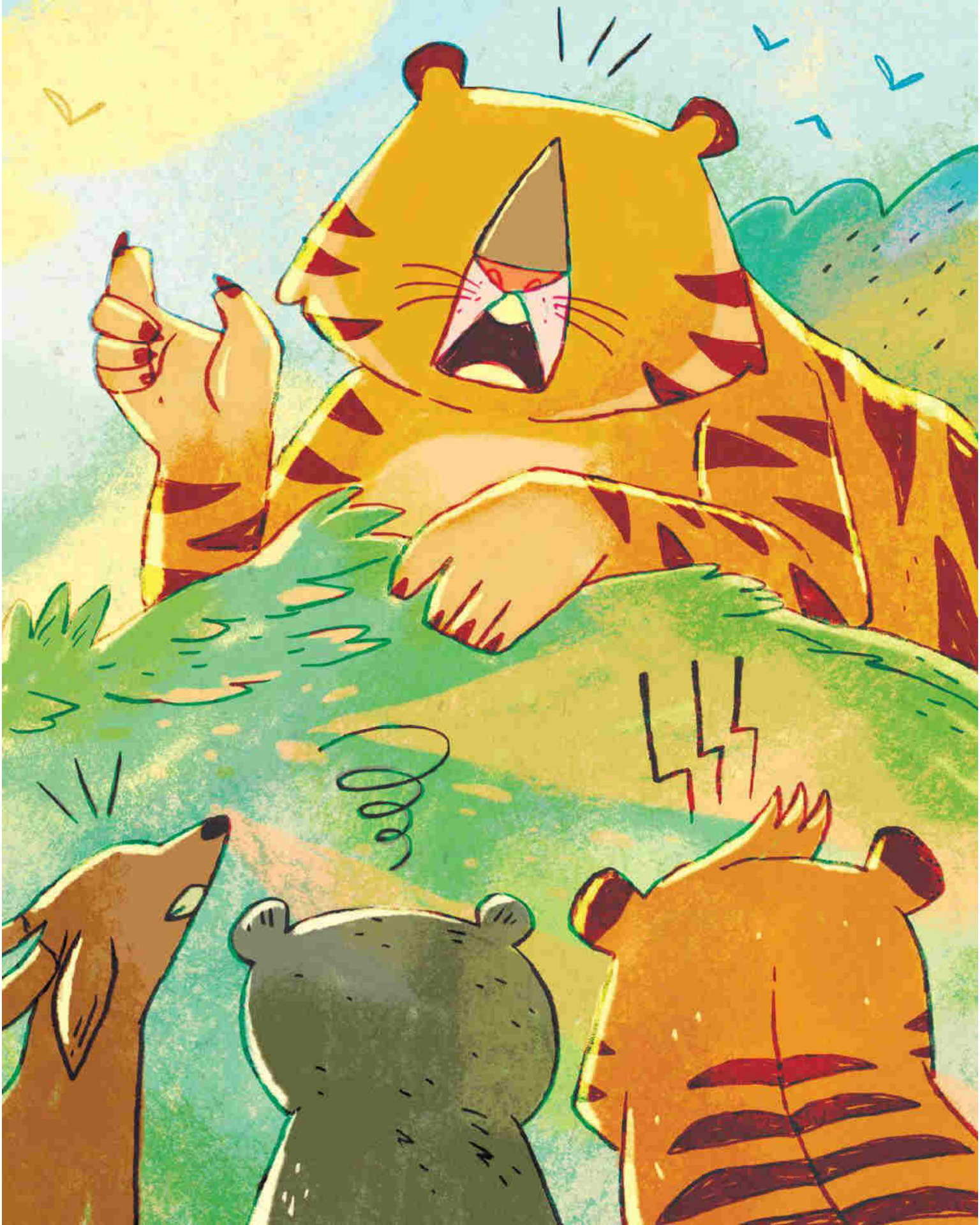
তিতিরবনের বুড়ো হরিণেরা আবার খেলার আয়োজন করলেন। ঠিক করলেন, আগের মতোই ডেকে আনবেন পাহাড়বনের হরিণ-হরিণীদের। অমনি হলো এক কাণ্ড! ফিরে এলো টুকলু হরিণটা। কিন্তু টুকলুকে দেখে সবাই থ! কারও মুখে কথাটি ফোটে না।



বাঘরাজার কানে গেলো খবরটা। তিনি ডেকে পাঠালেন দলটাকে। বাঘরাজা বললেন, ‘শুনলাম তোমরা নাকি সংসার করতে চাও না। কোনো পরিবার চাও না। নিজেদের কাজবাজও ছেড়েছো। এমন ঝামেলা পাকাচ্ছে কেন?’

তারা বললো, ‘রাজামশাই, পরিবার মানেই বোঝা। নানারকম দায়িত্ব। একদণ্ড নড়ার জো নেই। শুধু পরিবার নিয়ে থাকো! তাই আমরা ওসব পরিবার মানি না। কোনো নিয়ম-কানুনও চাই না!’







বাঘরাজা গেলেন রেগে, ‘সংসার করবে না, তো করবেটা কী? ছেলেপুলে আছে।
মা-বাবা আছেন। তাদেরই-বা কী হবে? তাই বলছি কী, মন দিয়ে সংসারটা করো।
পরিবারের সাথেই থাকো।’

পশুর দলটা রাজার কথায় সায় দিলো না। দলের বাঘটা বললো, ‘না রাজামশাই, সংসার আর করব না। আমরা বরং বন ছেড়ে চলে যাবো। থাকবো নিজেদের মতো।’

দলের হাতিটাও সায় দিলো, ‘হ্যাঁ বাপু, সংসার করতে হবে না যেখানে, আমরা সেখানেই যাবো।’ বাকিরাও বললো, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বন ছেড়ে চলে যাবো।’

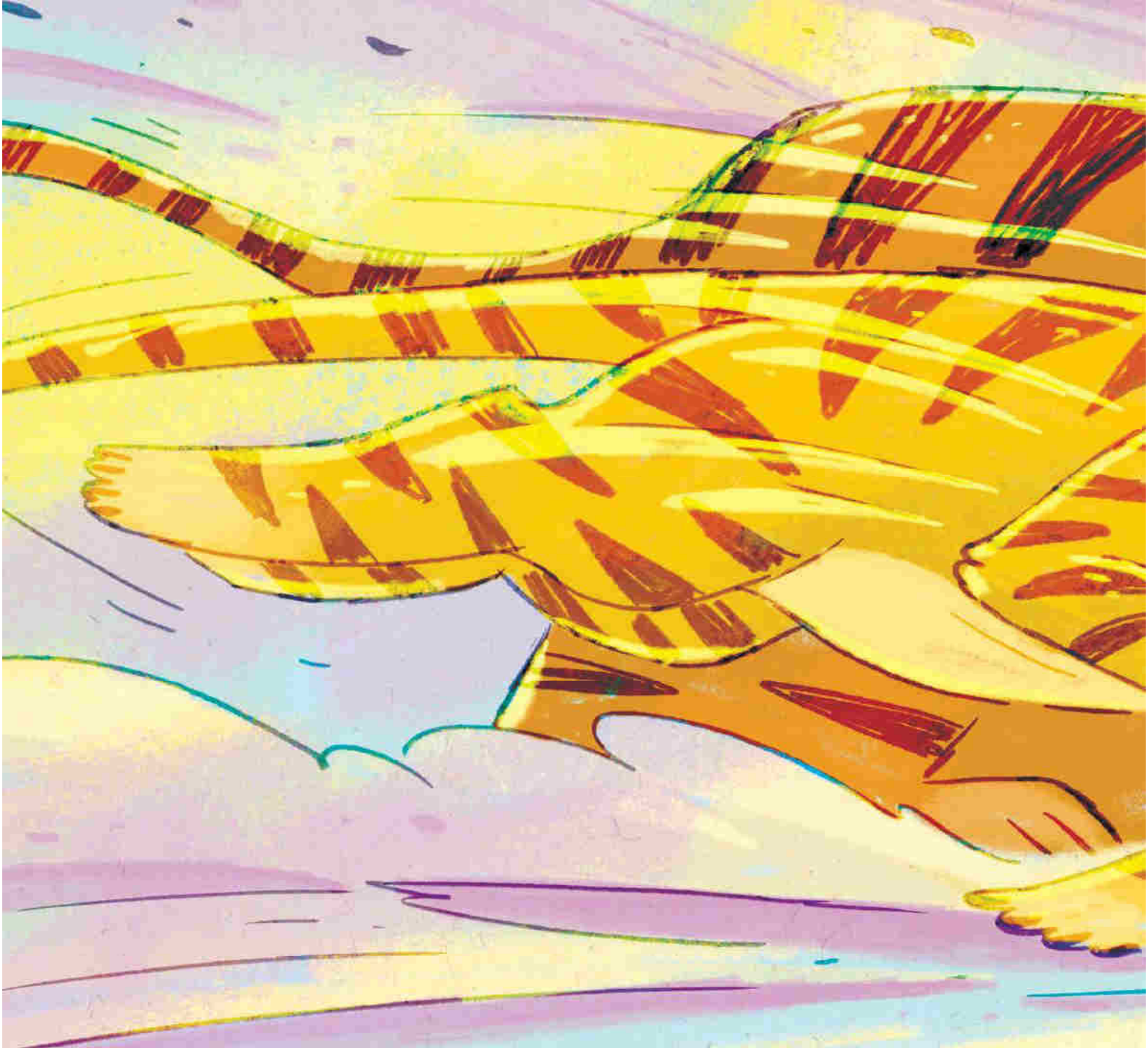


ঠিক তা-ই করলো তারা। মালপত্র বোঝাই করে রওনা দিলো দূরের দেশে।
বাঘরাজা কত করে থাকতে বললো। কিন্তু নাই, কাজ হলো না। শুনলো না তারা
কারও কথা!

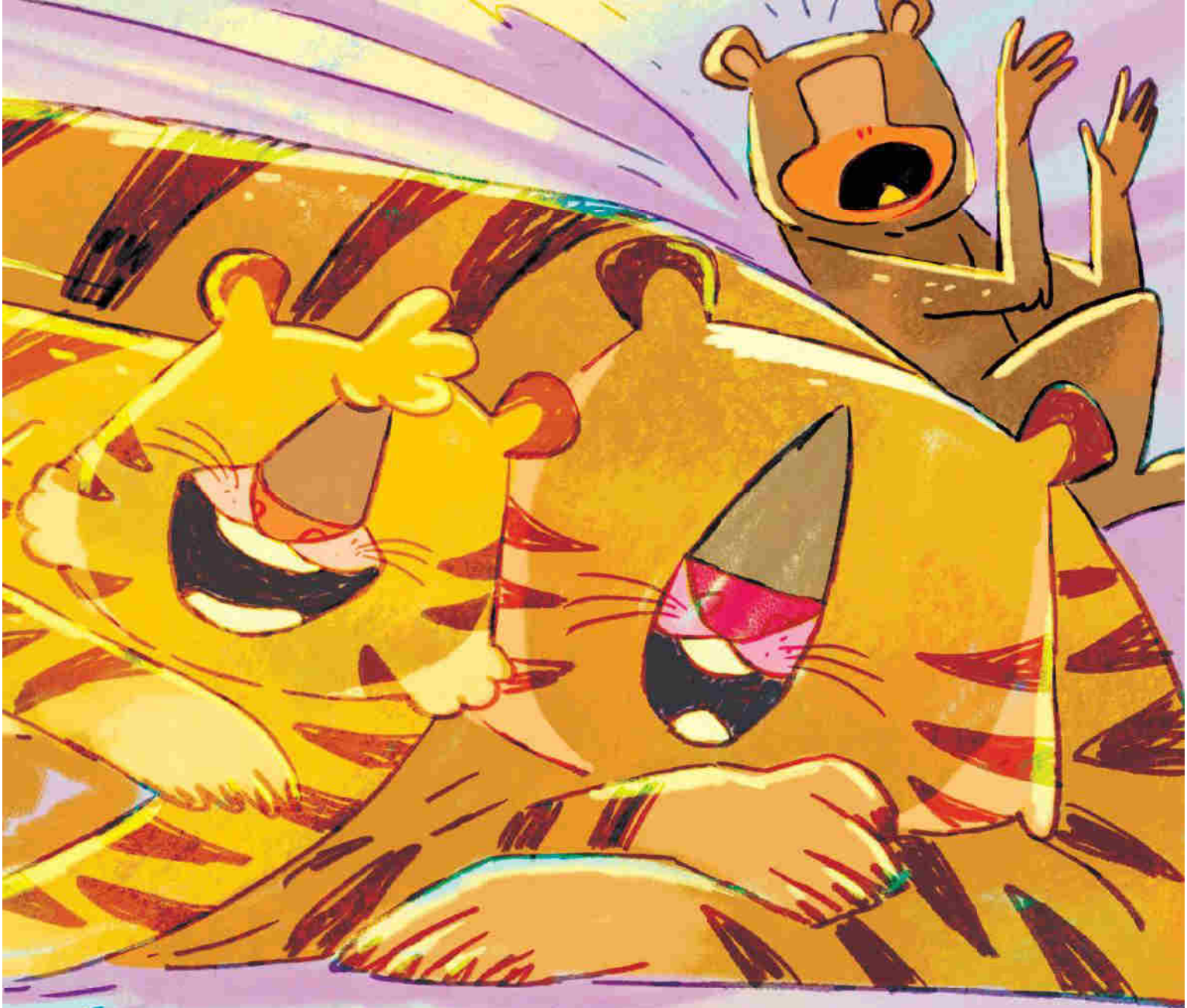




বনের পশুপাখিদের ভারি মন খারাপ হলো। কেউ বললো, ‘করলোটা কী বোকার দল! আমাদের ছেড়ে সত্যি সত্যি চলে গেলো!’ কেউ বললো, ‘অত চিন্তা কোরো না তো! কটা দিন যাক, দেখো ঠিক ফিরে আসবে।’ ওরা কিন্তু মোটেই ফিরলো না। তিতিরনের সবাই খুঁজলো কত। তবু তাদের দেখা পেলো না। একদিন! দুইদিন! এমনি করে কেটে গেলো অনেকগুলো মাস। অনেকগুলো বছর। ততদিনে তিতির বনের তরুণ পশুপাখিরাও বুড়ো হয়ে গেলো। তাদের ছেলেপুলেরও ছেলেপুলে হলো। নাতি-পুতি হলো। বন ভরে গেলো নতুন নতুন পশুপাখিতে।



বনে এখন নতুন রাজা। তারও বয়স হয়েছে। সবার মতো তারও একখানা নাতি আছে। নাম বাঘা। বাঘা তার বাঘদাদকে খুবই ভালোবাসে। সময় পেলেই দাদুর কাছে গল্প শুনতে ছুটে আসে। তখন বাঘদাদু কী করেন? গল্প বলতে...বলতে...বলতে সেই একদল পশুর কথা বলেন। যারা ঘর-সংসার করবে না বলে চলে গিয়েছিলো দূরদেশে।



দাদুর কথা শুনে বাঘার ভারি আফসোস হয়। একদিন বানর-বন্ধু বাণ্টুকে বলে, ‘চলো না ভাই, দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। বন থেকে নাকি বহু বছর আগে একদল পশু বের হয়ে গিয়েছিলো। তাদের দেখে আসি। তাহলে দাদুর মনে একটু শান্তি আসবে।’

বানর বলে, ‘ঠিক বলেছিস। আমার দাদুও শুধু তাদের কথা বলে। কিন্তু তাদের খুঁজে পাবো কী করে? বহু দূরের বনে নাকি চলে গিয়েছে তারা।’

বাঘা বললো, ‘আরে, অত ভাবো কেন? খুঁজতে খুঁজতে ঠিক পেয়ে যাবো!
চলো, খরগোশছানা তিনতিন, ভালুকছানা গাম্বা আর হাতির ছানা ইমলিকেও
ডাকি। পাঁচ জনে মিলে গেলে কোনো ভয় থাকবে না। যতদিন লাগে লাগুক,
ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবো, দেখো!’

অমনি বান্টু এ গাছের ডালে, ও গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে ছুটলো। একটু পর
সবাইকে নিয়ে হাজির হলো বাঘার সামনে। বাঘা আবারও তার প্রস্তাবটা
শোনালো। শুনে এক কথায় রাজি হয়ে গেলো ওরা।



পরদিন সকাল বেলা । ঝোলায় কিছু খাবার নিয়ে রওনা হলো পাঁচ জন ।
বাঘের ছানা বাঘা । বানরছানা বান্টু । খরগোশছানা তিনতিন । ভালুকছানা
গাম্ভা আর হাতির ছানা ইমলি । যেন কোনো দেশ বিজয়ে চলেছে ওরা
পাঁচ জন ।

